

আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৭

(১)কয়েকজন ফরিসি ও আলিম জেরুসালেম থেকে এসে তাঁর চারপাশে জড়ো হলেন। (২)তারা দেখলেন, কয়েকজন উম্মত হাত না ধুয়ে নাপাক অবস্থায় খেতে বসেছেন। (৩)ফরিসি ও ইহুদিরা বুজুর্গদের দেয়া যে-নিয়ম চলে আসছে, সেই নিয়ম অনুসারে হাত না ধুয়ে কিছুই খান না। (৪)বাজার থেকে এসে তারা গোসল না করে খান না। এবং তারা আরো অনেক নিয়ম পালন করে থাকেন, যেমন- থালাবাটি, হাঁড়িপাতিল, কড়াই, কলস, জগ, গ্লাস ইত্যাদি ধোয়া।

(৫)সেজন্য ফরিসি এবং আলিমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “বুজুর্গদের দেয়া যে-নিয়ম চলে আসছে, আপনার উম্মতেরা তা মেনে চলে না কেনো? তারা তো হাত না ধুয়েই খায়।” (৬)তিনি তাদের বললেন, “ভগ্নের দল! আপনাদের বিষয়ে নবি হযরত ইসাইয়া আ. ঠিক কথাই বলেছেন, যেমন লেখা আছে- ‘এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে কিন্তু তাদের হৃদয় আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। (৭)তারা মিথ্যাই আমার এবাদত করে। তাদের দেয়া শিক্ষা মানুষের তৈরি কতকগুলো নিয়ম মাত্র।’ (৮)আপনারা তো আল্লাহর দেয়া হুকুমগুলো বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি নিয়ম পালন করছেন।”

(৯)অতঃপর তিনি তাদের বললেন, “আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে নিজেদের চলতি নিয়ম পালন করার জন্য খুব ভালো উপায়ই আপনাদের জানা আছে! (১০)যেমন ধরুন, হযরত মুসা আ. বলেছেন, ‘বাবা-মাকে সম্মান করো’ এবং ‘যে বাবা-মাকে অভিশাপ দেয় তাকে হত্যা করা হোক’।

(১১)কিন্তু আপনারা বলে থাকেন, যদি কেউ তার মা কিংবা বাবাকে বলে, ‘আমার যে-জিনিস দিয়ে তোমার সাহায্য হতে পারতো তা কোরবান’ অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশে কোরবানি করা হয়েছে, (১২)তাহলে তোমরা তাকে বাবা-মার জন্য আর কিছু করতে দাও না। (১৩)আপনারা আপনাদের তৈরি চলতি নিয়ম দিয়ে আল্লাহর কালাম বাতিল করছেন। এছাড়া আপনারা এরকম আরো অনেক কাজ করে থাকেন।”

(১৪)আবার তিনি লোকদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, “আপনারা সকলে আমার কথা শুনুন ও বুঝুন- (১৫)বাইরে থেকে যা মানুষের ভেতরে যায় তা মানুষকে নাপাক করতে পারে না, (১৬)বরং মানুষের ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসে তা-ই মানুষকে নাপাক করে।”

(১৭)তিনি যখন লোকদের ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন হাওয়ারিরা এই দৃষ্টান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। (১৮)তিনি তাদের বললেন, “তোমরাও কি এতোটা অবুঝ? তোমরা কি বোঝো না যে, বাইরে থেকে মানুষের ভেতরে যা ঢোকে তা তাকে নাপাক করতে পারে না? (১৯)কারণ তা তো তার হৃদয়ে ঢোকে না কিন্তু পেটে ঢোকে এবং পরে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।” এভাবে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, সব খাবারই হালাল।

(২০)তিনি বললেন, “মানুষের ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসে তা-ই মানুষকে নাপাক করে। (২১)কারণ মানুষের ভেতর অর্থাৎ হৃদয় থেকেই কুচিন্তা, বেশ্যাবৃত্তি, চুরি, খুন, (২২)জিনা, লোভ, দুষ্টামি, ছলনা, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অহঙ্কার এবং মূর্খতা বেরিয়ে আসে। ২৩এসব খারাপি মানুষের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসে এবং মানুষকে নাপাক করে।”

(২৪)অতঃপর তিনি সেই জায়গা ছেড়ে টায়ার এলাকায় গেলেন। তিনি একটি ঘরে ঢুকলেন। তিনি চেয়েছিলেন কেউ যেনো না জানে কিন্তু তিনি গোপন থাকতে পারলেন না।

(২৫)এক মহিলার মেয়েকে ভূতে পেয়েছিলো। সে তাঁর বিষয়ে শুনতে পেয়ে তখনই এসে তাঁর পায়ে পড়লো। মহিলাটি ছিলো গ্রিক এবং জন্মসূত্রে সুরফৈনিকি। (২৬)সে তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, যেনো তিনি তার মেয়েটির ভূত ছাড়িয়ে দেন।

(২৭)তিনি তাকে বললেন, “আগে ছেলে-মেয়েরা পেট ভরে খাক; কেননা ছেলে-মেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরের সামনে ফেলা ভালো নয়।” (২৮)কিন্তু সেই মহিলা উত্তর দিলো, “হুজুর, ছেলে-মেয়েদের খাবারের যেসব টুকরো টেবিলের নিচে পড়ে তা তো কুকুরেই খায়।” (২৯)তিনি তাকে বললেন, “একথার জন্য, এখন যাও; ভূত তোমার মেয়েকে ছেড়ে গেছে।” (৩০)সে বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখলো যে, তার মেয়েটি বিছানায় শুয়ে আছে এবং ভূত তাকে ছেড়ে গেছে।

(৩১)অতঃপর তিনি টায়ার এলাকা ছেড়ে সিডনের মধ্য দিয়ে দিকাপলির গালিল লেকের কাছে এলেন। (৩২)লোকেরা এক কালা ও বোবা লোককে তাঁর কাছে নিয়ে এলো এবং কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, যেনো তিনি সেই লোকটির ওপর হাত রাখেন। (৩৩)তিনি ভিড়ের মধ্য থেকে তাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে তার দুই কানের মধ্যে তাঁর আঙুল দিলেন এবং থুথু ফেলে তার জিহ্বা ছুলেন।

(৩৪)অতঃপর আসমানের দিকে তাকিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে বললেন, “ইপ্ফাথা” অর্থাৎ খুলে যাক। (৩৫)তখনই তার কান খুলে গেলো ও জিহ্বার জড়তা কেটে গেলো এবং সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে লাগলো।

(৩৬)তখন হযরত ইসা আ. তাদের আদেশ দিলেন, যেনো তারা এ-বিষয়ে কাউকেই না বলে; কিন্তু তিনি যতোই তাদের নিষেধ করলেন, ততোই তারা অধিক উৎসাহের সাথে এ-বিষয়ে প্রচার করতে লাগলো। (৩৭)লোকেরা খুবই আশ্চর্য হয়ে বললো, “ইনি সমস্ত কাজ কতো নিখুঁতভাবে করেন; এমনকি ইনি কালাদের শোনার ও বোবাদের কথা বলার শক্তি দেন।”